২০১৪ - ২০১৮ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- কর্মীগণ বর্তমানে পৃথিবীর ১৬৮টি দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করছে।
- বিগত ৫ বছরে (২০১৪-২০১৮) ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার ০২ জন কর্মী বিদেশে গমন করেছে এবং এ সময়ে অর্জিত রেমিট্যান্স ৭২,৮৪৭.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সৌদি আরবের দাম্মাম ও বাহরাইনে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ৭,০২৪ জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে ৯.৯৬ কোটি টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫ হাজার টাকা করে ১৫,৩০৩ জন কর্মীর পরিবারকে প্রায় ৫৩.৫৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- মৃত কর্মীর পরিবার প্রতি ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১৯,৮৪৯ জন কর্মীর পরিবারকে প্রায় ৫৫৪.৮৪ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স বাবদ ৪,২৩৩ জন কর্মীর অনুকূলে আদায়কৃত ২৯৫.১৯ কোটি টাকা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত/পঙ্গু/অসুস্থ কর্মীকে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।
- প্রবাসে মৃত বা অসুস্থ কর্মী পরিবহনের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ও চট্টগ্রামস্থ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- বিদেশে বিভিন্ন কারণে গুরুতর অসুস্থ কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে দেশে ফেরত এনে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
- বিভিন্ন ধরণের অপরাধ বা অন্য কোন কারণে জেলে আটক বা সাজাপ্রাপ্ত হলে তাকে আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তকরণসহ প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনা হয়।
- দূতাবাস/হাইকমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন জেলখানা, ডিটেনশন সেন্টার/ক্যাম্প পরিদর্শনপূর্বক আটক বাংলাদেশি কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আইনগত সহায়তা প্রদানসহ কারামুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।
- কর্মীর কর্মস্থল, কোম্পানী, লেবার ক্যাম্প পরিদর্শন এবং নিয়োগকর্তার সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সমস্যা/সুযোগ-সুবিধা,অধিকার আদায়সহ ন্যায্য মজুরী প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে আলোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- মহিলা কর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের তত্ত্বাবধানে রিয়াদ, জেদ্দা এবং ওমানে ৪টি সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অন্য কোন কারণে আটকে পড়া কর্মীদের নিরাপদে দেশে আনয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- মৃত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মরদেহ বাংলাদেশের বিমানবন্দরে পৌঁছার পর ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software-এ ইনপুট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মৃতের পরিবারের সদস্যদের অনুকুলে আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হয়।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৌদি আরবসহ ১৬টি দেশে কর্মী প্রেরণের জন্য অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটিতে Complaint Management Cell for Expatriates Female Workers নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে।
- বিদেশগামী ও প্রবাসী কর্মীদের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার (+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩, +৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩ ও +৮৮ ০২-৯৩৩৪৮৮৮) চালু করা হয়েছে।

- বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশী) নির্বাচন নীতিমালা মোতাবেক ২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৬৬ জন এবং ২০১৬ সালে ৩৫ জনকে প্রবাসী বাংলাদেশীকে সিআইপি (NRB) সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- ২০১৪ সন পর্যন্ত ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ০১টি ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলোজি (আইএমটি) সহ মোট ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। বর্তমান সরকার বিগত ৫ বছরে নতুন ৫টি মেরিন টেকনোলজি এবং ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। বর্তমানে ৭০টি (৬৪টি টিটিসি ও ৬টি আইএমটি) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০১৮ সালে ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ঢাকাসহ ৪২টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত **৪২**টি জেলার কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট কার্যক্রমের জন্য ঢাকায় আসতে হয় না।
- ঢাকার বাইরে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, রংপুর ও পাবনা জেলা হতে বিদেশগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে।
- তৃণমূল পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১ম পর্যায়ে ৪০ উপজেলায় ৪০টি টিটিসি ও ১টি (আইএমটি) স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।